উষালোকে

উষালোকে ॥ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা ॥ নবপর্যায় চতুর্থ সংখ্যা : জানুয়ারি-মার্চ ২০০৬ ॥ সম্পাদক : মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ ॥ প্রচ্ছদ : আনওয়ার ফারুক ॥ পৃষ্ঠা : ২১৬ ॥ মূল্য : ১০০ টাকা

মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'উষালোকে' ইতোমধ্যে পাঠকনন্দিত হয়ে উঠেছে বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার জন্য। শাকেরউল্লাহ অত্যন্ত নিষ্ঠা, স্থৈর্য আর গবেষণালব্ধ মনন দিয়ে হুমায়ুন কবিরের উপন্যাস 'নদী ও নারী' ও প্রবন্ধ গ্রন্থ 'বাংলার কাব্য' এবং শামসুদ্দীন আবুল কালামের উপন্যাস 'কাশবনের কন্যা' নিয়ে তিনটি চমৎকার সংখ্যা সম্পাদনা করেছেন। তার এবারের আয়োজন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'। বাংলা উপন্যাসের সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ এই 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা, বিষয়বৈচিত্র্য এবং শিল্প নৈপুণ্যের কারণেই ১৯৬২ সালে চলচ্চিত্রকার তপন সিংহ চলচ্চিত্রে রূপ দেন। ১৯৯৬ সালে রবিন পাল ও অন্যদের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' নিয়ে একটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যের এমনই উজ্জ্বল এই গ্রন্থটি নিয়ে এবার 'উষালোকে'র আয়োজন। এ আয়োজনের জন্য আমরা মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহকে জানাই অভিনন্দন।

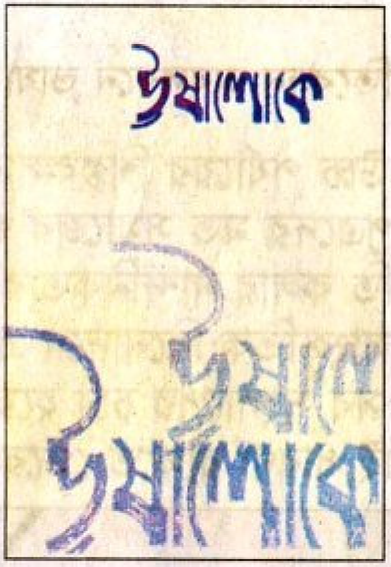

কোপাইয়ের বাঁধ, বাঁশবাঁদি গ্রাম, সেই গ্রামের ভাগ্যবিধাতা, কর্তাবাবা'র থান, কাহার-সম্প্রদায়ের সমস্ত পুরাণ, ধ্যান-ধারণা, আদম সংস্কার, বিশ্বাস, কাহার প্রধান বনওয়ারী লাল, বিদ্রোহী তরুণ

ক : তারাশঙ্কর সংখ্যা

মা সু দু ল হ ক

করালী, কাহার সম্প্রদায়ের দৈব অলৌকিক বিশ্বাসের কথক সুচাঁদ কাহারনীকে নিয়ে এক অপূর্ব জগৎ সমন্বয়ে সৃষ্ট 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটি নিয়ে বাংলাদেশে এমন আয়োজন কেন করা হল? এমন একটি ফিরিস্তি অবশ্য আমরা সম্পাদকীয়তে আশা করেছিলাম। তবে সম্পাদকীয় পাঠে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, একটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের নৃতাত্ত্বিক প্রয়োজন থেকেও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটির গ্রহণযোগ্যতা অনস্বীকার্য। সম্পাদক লেখেন : 'এই হতভাগ্য কাহার সমাজের দিক থেকে বাঙালি সমাজ চোখ ফিরিয়ে রাখলেও একজন বাঙালি লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এদের প্রতি গভীর মমতায় দু'চোখ মেলে তাকিয়েছেন।... বাঙালি পাঠকদের জন্য এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা, অনাস্বাদিত অভিজ্ঞান।'

চার পর্বে বিভক্ত 'উষালোকে'র এই সংখ্যার বিন্যাসটি এ রকম : ১. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : সাম্প্রতিক বিবেচনা, ২. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : সংকলন, ৩. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : চিত্রনাট্য, ৪. পরিশিষ্ট। সাম্প্রতিক বিবেচনায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' নিয়ে লিখেছেন আবুল আহসান চৌধুরী, বেগম আকতার কামাল, বিশ্বজিৎ ঘোষ, আহমাদ মাযহার, গিয়াস শামীম, সরকার আবদুল মান্নান, মাসুদুল হক, মনি হায়দার, তপন বাগচী, জুনান নাশিত, বুলবুল আহমেদ এবং মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম। এই পর্বে আবুল আহসান চৌধুরী, বেগম আক্তার কামাল এবং বিশ্বজিৎ ঘোষ তাদের অধীত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও মননদীপ্ত চেতনা দিয়ে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র নবমূল্যায়ন করেছেন। বিশেষ করে বিশ্বজিৎ ঘোষ উপন্যাসে ব্যবহৃত লোকপুরাণ ও লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছেন, যা পরবর্তী গবেষকদের কৌতূহলী করে তুলবে।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' নিয়ে পূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্বিতীয় পর্বে সংকলিত করা হয়েছে। এখানে যাদের প্রবন্ধ সংকলিত করা হয়েছে তারা হচ্ছেন ভীষ্মদেব চৌধুরী, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ কুমার চক্রবর্তী, ধ্রুব কুমার মুখোপাধ্যায় এবং সুলতা চক্রবর্তী। এ লেখাগুলো পুনরায় পাঠে পাঠক এই উপন্যাসের বহুমাত্রিক অবয়ব উন্মোচন করতে প্রেরণা পাবেন। এই লেখাগুলো নির্বাচনের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সম্পাদক প্রশংসার দাবিদার। এখানে উল্লেখ্য, তপন বাগচী লিখিত প্রবন্ধ 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : প্রবন্ধ প্রবচন' লেখাতে তিনি যেভাবে এই উপন্যাসের প্রবাদ প্রবচনগুলো চিহ্নিত করেছেন; ঠিক সেগুলোই সংকলন পর্বে বরুণ কুমার চক্রবর্তীর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় লৌকিক জীবনের প্রতিফলন প্রবন্ধে 'ছড়া লোককথা' অনুচ্ছেদে চিহ্নিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সম্পাদক যে কোন একটি লেখা ছাপতে পারতেন।

তৃতীয় পর্বে মুদ্রিত হয়েছে বাবলু ভট্টাচার্য কর্তৃক তৈরি করা একটি চমৎকার চিত্রনাট্য। এটি পাঠে এমন উপলব্ধি হয়েছে যে, এই চিত্রনাট্যটিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' চলচ্চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব। এজন্য ধন্যবাদ পাবেন বাবলু ভট্টাচার্য এবং সম্পাদক মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ।

চতুর্থ পর্বে সংকলিত হয়েছে ভীষ্মদেব চৌধুরী কর্তৃক সংগৃহীত ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনপঞ্জি, গ্রন্থপঞ্জি এবং তারাশঙ্করবিষয়ক গ্রন্থাবলী। এই সংকলনের ফলে তারাশঙ্কর বিষয়ে আগ্রহী পাঠক ও গবেষক প্রভূত উপকৃত হবেন।

এই পত্রিকাটির সম্পাদকের মননশীলতা, সম্পাদনা এবং নন্দন-দৃষ্টিভঙ্গি খুব সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সর্বোপরি তারা হাঁসুলী বাঁকের উপকথা নিয়ে পাঠকের আগ্রহ এবং গবেষকের গবেষণা, তথ্য-তত্ত্ব প্রভৃতির প্রয়োজন সার্বিকভাবেই মেটাতে পারবে এই 'উষালোকে' সংখ্যাটি। আমরা 'উষালোকে'র এই অগ্রযাত্রাকে অভিনন্দন জানাই এবং আরও বেশি স্বাতন্ত্র্য প্রত্যাশা করি।